গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
স্থানীয় সরকার বিভাগ
সিটি কর্পোরেশন-১ শাখা
www.lgd.gov.bd

শেখ হাসিনা'র মূলনীতি
গ্রাম শহরের উন্নতি

বিষয়: পবিত্র ঈদ উল আযহা, ২০২০ উপলক্ষে পশুর হাট ব্যবস্থাপনা, নির্দিষ্ট স্থানে পশু কোরবানী এবং দ্রুত বর্জ্য অপসারণ নিশ্চিতকল্পে প্রস্তুতি পর্যালোচনা সভার কার্যবিবরণী।

সভাপতি	:	জনাব মোঃ তাজুল ইসলাম এমপি মাননীয় মন্ত্রী স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
সভার স্থান	:	Zoom Conference এর মাধ্যমে
তারিখ ও সময়	:	২৫ জুন ২০২০, দুপুর ১২.০০ টা
উপস্থিত কর্মকর্তাদের তালিকা	:	**পরিশিষ্ট- 'ক'**

সভার আলোচনা:

১.১ মাননীয় মন্ত্রীর সদয় অনুমতিক্রমে সভায় উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে স্থানীয় সরকার বিভাগের সিনিয়র সচিব জনাব হেলালুদ্দীন আহমদ সভা শুরু করেন। তিনি বলেন, করোনা ভাইরাসজনিত কোভিড-১৯ মহামারীর কারণে এ বছর সরকারের পক্ষ হতে জারিকৃত গাইডলাইন অনুযায়ী পবিত্র ঈদ উল ফিতর পালিত হয়। আগামী ০১ আগস্ট ২০২০ তারিখে (চাঁদ দেখা সাপেক্ষে) পবিত্র ঈদ উল আযহা পালিত হবে। পবিত্র ঈদ উল আযহা উপলক্ষে স্বাস্থ্যবিধি পালন ও সামাজিক দূরত্ব নিশ্চিত করার পাশাপাশি কোরবানীর পশুর হাট আয়োজন, নির্দিষ্ট স্থানে পশু কোরবানী করা এবং দ্রুততম সময়ে কোরবানীর অপসারণ কার্যক্রম পর্যালোচনার জন্য আজকের সভা আয়োজন করা হয়েছে। তিনি স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব মোঃ তাজুল ইসলাম এমপি কে সভার সূচনা বক্তব্য প্রদানের অনুরোধ জানান।

১.২ সভাপতি এবং স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব মোঃ তাজুল ইসলাম এমপি বলেন, পবিত্র ঈদ উল আযহা ইসলাম ধর্মাবলম্বীদের একটি অন্যতম বৃহৎ ধর্মীয় উৎসব। এ বৃহৎ উৎসবে মানুষের ব্যাপক Movement, পারস্পারিক সংস্পর্শে আসার সুযোগ থাকে বিধায় অনেক মানুষের কোভিড-১৯-এ সংক্রমিক হওয়ার আশংকা থেকে যায়। যেমন ঈদ-উল-আযহা পালনের জন্য মানুষের শহর থেকে গ্রামে ফেরা, পশু ক্রয়-বিক্রয়ের জন্য জমায়েত, ঈদের জামাতে অংশগ্রহণ, একসাথে পশু কোরবানী দেয়া, আত্মীয় স্বজনের আসা-যাওয়া ইত্যাদি কারণ কোভিড-১৯ এর সংক্রমণ ব্যাপকভাবে বিস্তার লাভের সুযোগ তৈরী হবে। কিন্তু, সামাজিক ও ধর্মীয় কারণে জনসাধারণকে কোরবানীর পশুর হাটে যাওয়া এবং পশু ক্রয় বিক্রয় থেকে বিরত রাখা কঠিন। পশু ক্রয়-বিক্রয়ে বিকল্প ব্যবস্থা বা সীমিত লোক সমাবেশ এর মাধ্যমে কীভাবে পশু ক্রয়-বিক্রয় করা যায়, সে বিষয়ে আলোচনার জন্য আজকের সভা আহ্বান করা হয়েছে। কোভিড-১৯ সংক্রমণ রোধে সংশ্লিষ্ট সকল মন্ত্রণালয়/ বিভাগ, স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহ, বিভাগীয় ও জেলা প্রশাসন, ইসলামিক ফাউন্ডেশনকে সম্মিলিতভাবে কাজ করতে হবে। এ বছর কোভিড-১৯ মহামারীর কারণে জনস্বাস্থ্য রক্ষাকল্পে সিটি কর্পোরেশনসমূহ কী কী কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করেছে, তা উপস্থাপনের জন্য সভাপতি সিটি কর্পোরেশনের মাননীয় মেয়রগণকে অনুরোধ জানান।

১.৩ ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের মাননীয় মেয়র শেখ ফজলে নূর তাপস বলেন, পবিত্র ঈদ উল আযহা মুসলিম উম্মাহ্‌র জন্য একটি অন্যতম বৃহৎ ধর্মীয় উৎসব। কোভিড-১৯ মহামারীর কারণে এ বছর স্বাস্থ্যবিধি মেনে যথাযথ মর্যাদায় এ উৎসব পালন করা সম্ভব হবে মর্মে সকলে আশা করছে। জনস্বাস্থ্য বিবেচনায় নিয়ে ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের ৭৫টি ওয়ার্ডের মধ্যে সীমিত আকারে মাত্র ১৪টি পশুর হাট বসানোর পরিকল্পনা নেয়া হয়েছে। মাত্র ৩-৫ দিনের জন্য হাটসমূহ বসবে। হাট পরিচালনা মনিটরিং করার জন্য কমিটি গঠন করা হয়েছে। সার্বক্ষণিক ম্যাজিস্ট্রেট নিয়োজিত থাকবে। পশুর হাটে সামাজিক দূরত্ব মেনে ক্রেতাদের আসা-যাওয়া নিশ্চিত করার জন্য একমুখী চলাচলের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। হাটে ক্রেতা-বিক্রেতার মধ্যে প্রয়োজনীয় দূরত্ব বজায় রাখার জন্য প্রচেষ্টা গ্রহণ করা হবে।

১.৪ ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের মাননীয় মেয়র জনাব মোঃ আতিকুল ইসলাম বলেন, তাঁর সিটি কর্পোরেশনের অধিক্ষেত্রে গাবতলী পশুর হাটটি দেশের বৃহত্তম পশুর হাট। কোভিড-১৯ মহামারীর কারণে স্বাস্থ্যবিধি মেনে পশুর হাট আয়োজন এবং পশু কোরবানীর করার জন্য স্বাস্থ্য অধিদপ্তর হতে স্থানীয় সরকার বিভাগের মাধ্যমে একটি গাইডলাইন প্রেরণ করা হলে তা সকল সিটি কর্পোরেশনের জন্য অনুসরণ করা সুবিধাজনক হবে। পশুর হাটসমূহে ম্যাজিস্ট্রেট পদায়নের জন্য তিনি অনুরোধ জানান।

১.৫ চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের মেয়র জনাব আ. জ. ম. নাছির উদ্দীন বলেন, চট্টগ্রাম মহানগরীতে এ বছর ২টি স্থায়ী এবং ৩টি অস্থায়ী পশুর হাট বসবে। পশুর হাটসমূহের প্রবেশ পথে হ্যান্ড স্যানিটাইজার এর ব্যবস্থা এবং জীবাণানাশক প্রয়োগ করা হবে। ক্রেতাদের চলাচল একমুখী করা হবে। তবে চট্টগ্রামে বিভিন্ন পাড়া/ মহল্লাভিত্তিক অবৈধ পশুর হাট বসানো নিষিদ্ধ করতে হবে। অবৈধ হাট আয়োজনের ফলে সিটি কর্পোরেশনসমূহ বিপুল রাজস্ব হতে বঞ্চিত হয়। এ বিষয়ে জেলা প্রশাসনের মাধ্যমে কঠোর ভূমিকা গ্রহণ করা প্রয়োজন। এছাড়া পশু কোরবানীর জন্য ৩২০টি স্থান নির্ধারণ করা হয়েছে। কিন্তু, বিগত বছরের অভিজ্ঞতায় দেখা যায়, জনগণ ঐচ্ছিকভাবে সিটি কর্পোরেশনসমূহের নির্ধারিত স্থানে পশু কোরবানী করে থাকেন।

১.৬ গাজীপুর সিটি কর্পোরেশনের মেয়র জনাব মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর আলম বলেন, গাজীপুর স্থানীয়ভাবে একটি মাত্র হাট রয়েছে। এ বছর ১০টি অস্থায়ী পশুর হাট আয়োজনের জন্য টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে। এ সিটি কর্পোরেশনের জন্য স্থায়ী পশুর হাটের জন্য নির্ধারিত স্থান না থাকায় জনগণের হতে প্রাপ্ত স্থান বা সড়কের পাশে সুশৃংখলভাবে হাট বসানো হয়ে। হাটসমূহে সার্বিক পরিচ্ছন্নতা নিশ্চিত করা, স্বাস্থ্য বিধি মান এবং সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখার যাবতীয় কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে। এছাড়াও, সময়ে সময়ে সরকারের নির্দেশনাসমূহও যথাযথ অনুসরণ করা হবে।

১.৭ নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশনের মাননীয় মেয়র ডাঃ সেলিনা হায়াৎ আইভী বলেন, নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশনে গত বছর ২২টি পশুর হাট আয়োজন করা হয়েছিল। কোভিড-১৯ মহামারীর কারণে এ বছর পশুর হাটের সংখ্যা কমিয়ে মাত্র ১৪টি স্থানে পশুর হাট আয়োজনের জন্য টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে। সকল হাটেই সামাজিক দূরত্ব এবং স্বাস্থ্যবিধি মান্য করার জন্য যাবতীয় কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে। জনসচেতনতা বৃদ্ধিকল্পে ব্যানার, লিফলেট বিতরণ ও মাইকিং করা হবে। তিনি বলেন, প্রতি বছর সরকারের পক্ষ হতে নির্দিষ্ট স্থানে পশু কোরবানীর জন্য নির্দেশনা প্রদান করা হয়। কিন্তু, নারায়ণগঞ্জ নগরীতে পর্যাপ্ত জায়গা না থাকায় তা যথাযথ বাস্তবায়ন করা সম্ভব হয় না। পশু কোরবানীর জন্য সরকারি অব্যবহৃত খাস জায়গা সাময়িকভাবে ব্যবহারের অনুমতি প্রদানের জন্য তিনি অনুরোধ জানান।

১.৮ খুলনা সিটি কর্পোরেশনের মাননীয় মেয়র তালুকদার আব্দুল খালেক পবিত্র ঈদ উল আযহা উপলক্ষে পশুর হাট আয়োজন ও পশু কোরবানী যথাযথভাবে সম্পন্নকরণের লক্ষ্যে এ সভা আয়োজনের জন্য সভাপতিকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। তিনি বলেন, খুলনা মহানগরীর প্রাণকেন্দ্রে সিটি কর্পোরেশনের ব্যবস্থাপনায় ১টি মাত্র পশুর হাট স্থাপন করা হয়। এ বছর কোভিড-১৯ মহামারীর কারণে পশুর হাটসমূহে প্রবেশ ও বের হওয়ার জন্য সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে একমুখী চলাচল নিশ্চিত করা হবে। প্রতি বছর কোরবানীর দিন ২৪ ঘণ্টার মধ্যে কোরবানীর বর্জ্য অপসারণ করা হয়।

১.৯ রাজশাহী সিটি কর্পোরেশনের মাননীয় মেয়র জনাব এ এইচ এম খায়রুজ্জামান বলেন, রাজশাহী মহানগরীর উপকণ্ঠে সিটি হাট নামে একটি স্থায়ী পশুর হাট রয়েছে। কোভিড-১৯ মহামারীর কারণে এ বছর পশুর হাটসমূহে সকল ক্রেতা-বিক্রেতাকে মাস্ক ও গ্লাভস্ পরিহিত হয়ে প্রবেশ করতে হবে। হাটে প্রবেশ ও বের হওয়ার জন্য সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে একমুখী চলাচল নিশ্চিত করা হবে। এ বছর ৩০টি ওয়ার্ডের প্রায় ১০০টি নির্ধারিত স্থানে পশু কোরবানীর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। স্থানসমূহে পশু কোরবানীর পরে পানি, ব্লিচিং পাউডার প্রয়োগ করে স্থানসমূহ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করা হবে।

১.১০ সিলেট সিটি কর্পোরেশনের মেয়র আরিফুল হক চৌধুরী বলেন, উক্ত সিটি কর্পোরেশনের নিজস্ব কোন স্থায়ী গরুর হাট নেই। বিগত কয়েকটি বছরে নগরীর কয়েকটি স্থানে অস্থায়ীভাবে পশুর হাট আয়োজন করা হয়। এ বছর কোভিড-১৯ মহামারীর কারণে নগরীর খোলা মাঠসমূহে হাট আয়োজনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। কিন্তু, সিটি কর্পোরেশনের ব্যবস্থাপনার বাইরেও অবৈধভাবে বিভিন্ন পশুর হাট আয়োজন করা হয়। এ বিষয়ে জেলা প্রশাসন ও আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীকে কঠোর হওয়া প্রয়োজন। এছাড়া, বিভিন্ন পশুর হাটে আগমনকারী ভাসমান শ্রমিক/ ব্যবসায়ীদেরকে স্বাস্থ্যবিধি মানতে বাধ্য করা প্রয়োজন। গত বছর চামড়ার চাহিদা না থাকায় নগরীর যত্রতত্র পরিত্যক্ত চামড়া ফেলে রাখা হয়। এ চামড়াসমূহ সিটি কর্পোরেশনকে Disposal করতে হয়। এ বছর এ বিষয়ে যথাযথ কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য তিনি অনুরোধ জানান। এ বছরে কোভিড-১৯ মহামারীর কারণে একটি অনুসরণীয় গাইডলাইন প্রণয়নের জন্য তিনি অনুরোধ করেন। এ বছর ইসলাম ধর্মের বিধান অনুযায়ী তিন দিনে পশু কোরবানী করার সুযোগ বাস্তবায়ন করা হলে ভিড় এড়ানো এবং স্বাস্থ্যবিধি প্রতিপালন করা সুবিধাজনক হবে।

১.১১ রংপুর সিটি কর্পোরেশনের মেয়র জনাব মোঃ মোস্তাফিজার রহমান বলেন, এ বছরে ২টি হাটে গরুর হাট বসবে। গরুর হাটে সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখা হবে। সকল ক্রেতা বিক্রেতাকে মাস্ক গ্লাভস্ পরিহিত হতে হবে। বিষয়টি নিশ্চিত করার জন্য ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করা হবে। তিনি পশুর হাটে কেনা বেচার সময় রাত্র ০৮.০০টা পর্যন্ত বৃদ্ধির জন্য অনুরোধ জানান। বিগত বছরের ন্যায় দ্রুততম সময়ে কোরবানীকৃত পশুর বর্জ্য অপসারণ করা হবে।

১.১২ ময়মনসিংহ সিটি কর্পোরেশনের মেয়র জনাব ইকরামুল হক বলেন, এ বছর কোরবানীর পশুর হাটে জীবাণুনাশক প্রয়োগ, হাত ধোয়ার ব্যবস্থা গ্রহণ, স্বাস্থ্য বিধি মানার ব্যবস্থা করা হবে। এ বছর প্রতি পরিবার হতে যাতে মাত্র একজন সদস্য হাটে আসেন, তার জন্য প্রচারণা করা হবে। ময়মনসিংহ নগরীতে বিগত বছরের ন্যায় এ বছরও ২৪ ঘণ্টার মধ্যে কোরবানীর বর্জ্য অপসারণ করা হবে।

১.১৩ ইসলামিক ফাউন্ডেশনের মহাপরিচালক (অতিরিক্ত সচিব) জনাব আনিস মাহমুদ বলেন, সাম্প্রতিক পবিত্র ঈদ উল ফিতরে জামাতের মাধ্যমে ঈদের নামাজ আদায়ের ক্ষেত্রে ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় হতে যে নির্দেশনা জারি করা হয়েছিল, পবিত্র ঈদ উল আযহা উপলক্ষে নামাজ আদায়ের ক্ষেত্রেও উক্ত নির্দেশনাই থাকবে মর্মে আশা করা হচ্ছে। এ সকল বিষয়ে শীঘ্রই ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সিদ্ধান্ত সংশ্লিষ্ট সকলকে অবহিত করা হবে।

১.১৪ স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের অতিরিক্ত সচিব (বিশ্বস্বাস্থ্য অনুবিভাগ) (অতিরিক্ত দায়িত্ব জনস্বাস্থ্য অনুবিভাগ) কাজী জেবুন্নেছা বেগম বলেন, কোভিড-১৯ মহামারীর কারণে পবিত্র ঈদ উল আযহা পালনের সময় জনগণের চলাচল নিয়ন্ত্রণ করা অত্যন্ত জরুরি। তিনি বলেন, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার গাইডলাইন অনুযায়ী হ্যান্ড গ্লাভস্, মাস্ক পরিধান ব্যতীত কেউ যেন কোন পশুর সংস্পর্শে না যান, সে বিষয়টি নিশ্চিত হতে হবে। ফলে পশু কোরবানী উপলক্ষ্যে পশু হাটে ক্রেতা-বিক্রেতা/ শ্রমিক, জবেহ্কারী ও মাংস বিতরণকারী প্রত্যেককে হ্যান্ড গ্লাভস্, মাস্ক পরিধান বাধ্যতামূলক করতে হবে। তিনি বলেন, শীঘ্রই স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, সিটি কর্পোরেশন এবং বিশেষজ্ঞদের সমন্বয়ে কমিটি গঠনপূর্বক সকলের জন্য অনুসরণীয় একটি গাইডলাইন প্রণয়ন করা হবে। এ বছর একাধিক কোরবানী নিরুৎসাহিত করা যেতে পারে মর্মে তিনি মত প্রকাশ করেন।

১.১৫ সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের অতিরিক্ত সচিব জনাব মো: আব্দুল মালেক বলেন, সারাদেশে অনেক ক্ষেত্রেই সড়ক বা মহাসড়কের পার্শ্বে পশুর হাট বসানো হয়। অনেক ক্ষেত্রে এ হাটসমূহের জনগণ ও পশুর চলাচল সড়কের ওপরে চলে আসে। এ বিষয়ে কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ করা প্রয়োজন। কোন ক্রমেই সড়ক/ মহাসড়কের পার্শ্বে কোন পশুর হাট বসানো সমীচীন হবে না।

১.১৫ স্থানীয় সরকার বিভাগের উপসচিব (সিটি কর্পোরেশন-১) জনাব আ. ন. ম. ফয়জুল হক বলেন, প্রতি বছর প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের গভর্ন্যান্স ইনোভেশন ইউনিট (জিআইইউ)র উদ্যোগে ঈদ উল আযহা উপলক্ষে পশুর হাট স্থাপন ও পশু কোরবানী বিষয়ে পর্যালোচনা জন্য সংশ্লিষ্ট সকল মন্ত্রণালয়/ বিভাগ ও সিটি কর্পোরেশনের সমন্বয়ে সভা অনুষ্ঠিত হয়। এ বছর এখনও সভা অনুষ্ঠিত হয়নি। জিআইইউ-তে সভা অনুষ্ঠানের পর নির্দেশনাসমূহ পরবর্তীতে জানানো হবে।

১.১৬ মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব (প্রাণিসম্পদ-২) কাজী ওয়াছি উদ্দিন বলেন, প্রতি পশুর হাটে হ্যান্ড গ্লাভস্, মাস্ক পরিধানের পাশাপাশি সকলের শরীরের তাপমাত্রা মাপার জন্য তাপমাত্রা পরীক্ষার মেশিন থাকা জরুরি।

১.১৭ তথ্য মন্ত্রণালয়ের উপসচিব (প্রশাসন-১) জনাব মোহাম্মদ গোলাম আজম বলেন, কোভিড-১৯ মহামারী এর কারণে উদ্ভূত পরিস্থিতিতে পবিত্র ঈদ উল আযহা পালনের জন্য জনসচেতনতামূলক টিভিসি সকল টিভি চ্যানেলে প্রচার অব্যাহত থাকবে।

১.১৮ স্থানীয় সরকার বিভাগের সিনিয়র সচিব জনাব হেলালুদ্দীন আহমদ সভায় জানান, পবিত্র ঈদ উল আযহা এর পূর্ব সময় পর্যন্ত জননিরাপত্তা বিভাগ, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ, মৎস্য ও প্রাণি সম্পদ মন্ত্রণালয় এবং ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন follow up সভা অনুষ্ঠিত হবে। এছাড়াও পবিত্র ঈদ উল আযহা এর নিকটবর্তী সময়ে চূড়ান্ত প্রস্তুতি পর্যালোচনার জন্য স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী'র নেতৃত্বে পুনরায় একটি সভা করা হবে।

১.১৯ সভাপতি এবং স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী আশাবাদ ব্যক্ত করেন, প্রতি বছরের ন্যায় সংশ্লিষ্ট সকল মন্ত্রণালয়/ বিভাগ, স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহ, বিভাগীয় ও জেলা প্রশাসনের ব্যবস্থাপনায় নির্দিষ্ট স্থানে পশু কোরবানীর কর্মসূচি যথাযথ বাস্তবায়ন করা সম্ভব হবে। কোভিড-১৯ মহামারীতে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের কার্যক্রম বাস্তবায়ন মনিটরিং ও সমন্বয় করার জন্য একটি মনিটরিং সেল গঠন করা হয়েছে। কোভিড-১৯ বিষয়ে সিটি কর্পোরেশনসমূহ স্ব স্ব বিভাগের ফোকাল পার্সন এর সাথে নিবিড় যোগাযোগ করতে পারেন। সংশ্লিষ্ট সকল মন্ত্রণালয়/ বিভাগ, দপ্তর-সংস্থা, স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহ, বিভাগীয় ও জেলা প্রশাসন এর সম্মিলিত প্রচেষ্টায় এ বছর পবিত্র ঈদ উল আযহা যথাযথ ও উৎসবমুখরভাবে পালন করা সম্ভব হবে মর্মে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

২. সভার সিদ্ধান্ত:

সভায় সকলের বক্তব্য গ্রহণ শেষে সভাপতি সর্বসম্মতিক্রমে নিম্নবর্ণিত সিদ্ধান্ত প্রদান করেন:

ক্রমিক	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ/ সংস্থা
১.	সড়ক/ মহাসড়কের পাশে কোন ক্রমেই পশুর হাট বসানো যাবে না। এ নির্দেশনা অমান্যকারীদের বিরুদ্ধে মোবাইল কোর্টের মাধ্যমে যথাযথ আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	১. পুলিশ কমিশনার, মেট্রোপলিটন পুলিশ (সকল) ২. জেলা প্রশাসক, সকল ৩. পুলিশ সুপার, সকল
২.	জরুরি ভিত্তিতে কোভিড-১৯ মহামারীর কারণে পবিত্র ঈদ উল আযহা পালন উপলক্ষে পশুর হাট ব্যবস্থাপনা, পশু ক্রেতা-বিক্রেতা/ শ্রমিক, জবেহ্কারী ও মাংস বিতরণকারী প্রত্যেকের অনুসরণীয় সম্পর্কিত একটি গাইডলাইন প্রণয়ন করতে হবে।	১. স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ ২. স্বাস্থ্য অধিদপ্তর
৩.	কোরবানীর পশুর হাটে ক্রেতা-বিক্রেতার একমুখী চলাচল থাকতে হবে অর্থাৎ, প্রবেশপথ এবং বহির্গমনের পথ পৃথক হতে হবে। পাশাপাশি সকলে যাতে স্বাস্থ্যবিধি অনুসরণ করে, তা নিশ্চিত করতে হবে। ক্রেতা-বিক্রেতা প্রত্যেকের হাটের প্রবেশ মুখে তাপমাত্রা মাপার যন্ত্র এবং হাত ধোয়ার জন্য পর্যাপ্ত বেসিন, পানি, জীবাণুনাশক সাবান থাকতে হবে।	সিটি কর্পোরেশন, পৌরসভা ও ইউনিয়ন পরিষদসমূহ ও তদ্‌কর্তৃক নিয়োজিত ইজারাদার
৪.	পশুর হাটে প্রবেশকারী সকলকে সামাজিক দূরত্ব অনুযায়ী সুশৃঙ্খলভাবে লাইনে দাড়ানো, ভিতরে সাড়িবদ্ধভাবে সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে প্রবেশ ও বের হওয়া নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। ভীড় এড়াতে পবিত্র ঈদ উল আযহার ২/১ দিন পূর্বে পশু ক্রয়ের পরিবর্তে সময় হাতে রেখে পশু ক্রয়কে উৎসাহিত করতে হবে। পশুর হাটে পশু ও ক্রেতার মধ্যে দূরত্ব বজায় রেখে রাখা নিশ্চিত করতে হবে। বৃদ্ধ ও শিশুদেরকে পশুর হাটে প্রবেশ নিরুৎসাহিত করতে হবে।	
৫.	সকল পশুর হাটে পশুর সুস্থতা যাচাই করার জন্য ভেটেরিনারি চিকিৎসক/ সার্জন এর অবস্থান নিশ্চিত করতে হবে।	মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় ও প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর
৬.	জননিরাপত্তা বিভাগ কোরবানী পশুহাট ও কোরবানীর পশু জবেহ কার্যক্রমের নিরাপত্তা বিধানে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে এবং এ বিষয়ে জেলা/উপজেলা পর্যায়ে সুনির্দিষ্ট নির্দেশনা প্রদান করবে।	জননিরাপত্তা বিভাগ।
৭.	অনলাইনে পশুর হাট আয়োজনের বিষয়ে সংশ্লিষ্ট সকলকে উৎসাহ প্রদান করতে হবে। এক্ষেত্রে সিটি কর্পোরেশন, উপজেলা, পৌরসভা এবং ইউনিয়ন পর্যায়ে তথ্য-সেবা কেন্দ্র/ ডিজিটাল সেন্টারসমূহ উদ্যোগী ভূমিকা পালন করবে।	১. বাণিজ্য মন্ত্রণালয় ২. তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ ৩. সকল সিটি কর্পোরেশন ও পৌরসভা ৪. জেলা প্রশাসক (সকল) ৪. এটুআই প্রোগ্রাম। ৬. উপজেলা পরিষদ ও ইউনিয়ন পরিষদসমূহ (সকল)

ক্রমিক	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ/ সংস্থা
৮.	কোরবানীর পশুর হাটে জাল নোট সনাক্ত করার জন্য বাংলাদেশ ব্যাংক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।	১. আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ, ২. বাংলাদেশ ব্যাংক
৯.	জেলা প্রশাসকগণ পৌর মেয়র, উপজেলা চেয়ারম্যান ও ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যানগণকে নিয়ে Video Confernece এর মাধ্যমে সভা করে এ কার্যক্রম বাস্তবায়ন নিশ্চিত করবেন এবং নিয়মিত পরিবীক্ষণ করবেন। এছাড়া নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটদেরকে প্রয়োজন অনুযায়ী মোবাইল কোর্ট পরিচালনার নির্দেশনা প্রদান করবেন।	জেলা প্রশাসক (সকল)
১০.	সারাদেশে নির্দিষ্ট স্থানে কোরবানীর পশু জবেহ করা নিশ্চিত করার জন্য সকল সিটি কর্পোরেশন, পৌরসভা, উপজেলা পরিষদ ও ইউনিয়ন পরিষদ হতে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে। জনগণকে পশু কোরবানীর জন্য সিটি কর্পোরেশন/ পৌরসভা কর্তৃক নির্দিষ্ট স্থান ব্যবহারের জন্য উৎসাহিত করতে হবে। তবে জনগণ বাসা/ বাড়ির আঙ্গিনায় পশু জবেহ্ করতে পারেন। তবে নিজ দায়িত্বে দ্রুততম সময়ে বর্জ্য অপসারণ করতে হবে। কোনক্রমেই উন্মুক্ত স্থানে কিংবা সড়কে পশু জবেহ্ করা যাবে না।	১. সংশ্লিষ্ট অনুবিভাগসমূহ, স্থানীয় সরকার বিভাগ; ২. সকল সিটি কর্পোরেশন; ৩. সকল পৌরসভা।
১১.	(ক) সিটি কর্পোরেশন, পৌরসভা, উপজেলা পরিষদ ও ইউনিয়ন পরিষদ প্রয়োজনীয় সংখ্যক কোরবানীর পশু জবেহ এর স্থান, ইমাম এবং কসাইদের তালিকা করে নিজ নিজ এলাকার জনগণকে ওয়েবসাইট/ ডিজিটাল ডিসপ্লে/ মাইক/ লিফলেট/ ব্যানার/ ক্যাবল অপারেটর এর ম্যাধ্যমে জানানোর ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। প্রচারের ক্ষেত্রে স্থানীয় যুব সংগঠন, সমবায় সংগঠনকে সম্পৃক্ত করতে হবে।	১. সংশ্লিষ্ট অনুবিভাগসমূহ, স্থানীয় সরকার বিভাগ; ২. সকল সিটি কর্পোরেশন; ৩. সকল পৌরসভা। ৪. সকল ইউনিয়ন পরিষদ
১২.	(খ) সিটি কর্পোরেশন, পৌরসভা, উপজেলা পরিষদ ও ইউনিয়ন পরিষদ কর্তৃক পশু জবাই এর স্থান স্বাস্থ্যসম্মত রাখতে হবে। বর্ষাকাল বিবেচনায় উক্ত স্থানে সামিয়ানা/ ত্রিপল টাঙ্গানোসহ জনগণকে প্রয়োজনীয় বসার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	
১৩.	(ক) মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় স্বাস্থ্য বিধি মেনে পশু কোরবানীর করার বিষয়ে কসাইদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। (খ) মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় কোরবানি হাটে স্বাস্থ্যসম্মত উপায়ে মোটা তাজাকরণকৃত/ রোগমুক্ত গরু সরবরাহ নিশ্চিত করবে। প্রতিটি হাটে একটি বুথ স্থাপন করতে হবে।	১. মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় ২. প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর
১৪.	কোভিড-১৯ প্রতিরোধকল্পে ধর্ম মন্ত্রণালয় ইসলামিক ফাউন্ডেশনের সহায়তায় মসজিদের ইমামদের মাধ্যমে স্বাস্থ্যবিধি মেনে নির্দিষ্ট স্থানে পশু কোরবানির উপকারিতা ও প্রয়োজনীয়তার বিষয়ে জনসচেতনতামূলক প্রচারণা চালাবে।	১. ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় ও ২. ইসলামিক ফাউন্ডেশন
১৫.	তথ্য মন্ত্রণালয় সকল প্রিন্ট ও ইলেক্ট্রনিক মিডিয়াতে কোভিড-১৯ প্রতিরোধকল্পে পশুর হাটে ক্রেতা-বিক্রেতার ভূমিকা এবং নির্দিষ্ট স্থানে স্বাস্থ্যবিধি মেনে পশু জবেহ্ করার বিষয়ে প্রচারণা চালাবে।	১. তথ্য মন্ত্রণালয়; ২. গণযোগাযোগ অধিদপ্তর
১৬.	সকল মোবাইল কোম্পানীর মাধ্যমে কোরবানীর পূর্বে সকল মোবাইল গ্রাহককে স্বাস্থ্য বিধি পালন করার পাশাপাশি নির্দিষ্ট স্থানে পশু জবাই করার আবেদন/ প্রচারণা সম্বলিত এসএমএস প্রেরণের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	১. ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ ও ২. বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন

১৭.	রেল ও সড়ক কর্তৃপক্ষের অব্যবহৃত স্থান, কলোনী এবং স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসার মাঠ ও রাজউকসহ অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের জায়গা অস্থায়ী ভিত্তিতে পশু জবেহ্‌র জন্য স্থান হিসেবে ব্যবহারের বিষয়ে সংশ্লিষ্ট স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানকে সহায়তা করতে হবে।	রেলপথ মন্ত্রণালয়, সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়, মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগ, গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় এবং রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ
১৮.	কোরবানীর পর্যাপ্ত সময় পূর্বে এলাকাভিত্তিক পশুর হাট এবং পশু জবেহ্‌র নির্ধারিত স্থানের তালিকা প্রচার করতে হবে। এ বিষয়ে স্থানীয় ক্যাবল অপারেটরদের সহায়তা গ্রহণ করবে।	১. তথ্য মন্ত্রণালয় ২. সকল সিটি কর্পোরেশন; ৩. সকল উপজেলা পরিষদ ৪. সকল পৌরসভা। ৫. সকল ইউনিয়ন পরিষদ
১৯.	কোরবানীর ১৫ দিন পূর্বে সব সিটি কর্পোরেশন, বিভাগীয় কমিশনার এবং জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে কন্ট্রোল রুম স্থাপন করতে হবে।	১. সকল সিটি কর্পোরেশন; ২. বিভাগীয় কমিশনার (সকল) ৩. জেলা প্রশাসক (সকল)
২০.	২৪ ঘণ্টার মধ্যে পশু কোরবানীর বর্জ্য অপসারণের সর্বাত্মক প্রচেষ্টা গ্রহণ করতে হবে। নির্দিষ্ট স্থানে পশু কোরবানীর ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান স্থানসমূহ দ্রুততম সময়ে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করবে এবং ব্লিচিং পাউডার প্রয়োগ করবে। ব্যক্তি উদ্যোগে বাড়ির আঙ্গিনায় পশু কোরবানীর ক্ষেত্রে নাগরিকদের উদ্যোগে কোরবানীর স্থান পরিষ্কার করে ধুয়ে ফেলা এবং ব্লিচিং পাউডার প্রয়োগের লক্ষ্যে ব্যাপক জনসচেতনতা সৃষ্টি করতে হবে।	১. সকল সিটি কর্পোরেশন; ২. সকল উপজেলা পরিষদ ৩.সকল পৌরসভা। ৪. সকল ইউনিয়ন পরিষদ

৩. সভাপতি সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

স্বাক্ষরিত/ ০৮.০৭.২০২০
মোঃ তাজুল ইসলাম এমপি
মন্ত্রী
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়

স্মারক নং ৪৬.০০.০০০০.২৩.০০২.২০.**৭২৬/১(২০০)**

তারিখঃ ২৪ আষাঢ় ১৪২৭ / ০৮ জুলাই ২০২০

অনুলিপি সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুলিপি প্রেরণ করা হল (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়)-

(১) মন্ত্রিপরিষদ সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
(২) প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, পুরাতন সংসদ ভবন, ঢাকা।
(৩) সিনিয়র সচিব, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ, আগারগাঁও, ঢাকা।
(৪) সিনিয়র সচিব, জননিরাপত্তা বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
(৫) সিনিয়র সচিব, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
(৬) সচিব, গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
(৭) সচিব, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
(৮) সচিব, কারিগরী ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ, সরকারি পরিবহন পুল ভবন, সচিবালয় লিংক রোড, ঢাকা।
(৯) সচিব, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
(১০) সচিব, রেলপথ মন্ত্রণালয়, আব্দুল গণি রোড, ঢাকা।
(১১) সচিব, ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
(১২) সচিব, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
(১৩) সচিব, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
(১৪) সচিব, ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
(১৫) সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, পুরাতন সংসদ ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা।
(১৬) সচিব, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
(১৭) সচিব, তথ্য মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

(১৮) অতিরিক্ত সচিব (নগর উন্নয়ন/ পানি সরবরাহ/ প্রশাসন), স্থানীয় সরকার বিভাগ।
(১৯) পরিচালক, স্থানীয় সরকার (ঢাকা/ চট্টগ্রাম/ রাজশাহী/ খুলনা/ বরিশাল/ সিলেট/ রংপুর/ ময়মনসিংহ)।
(২০) মহাপরিচালক, গভর্নেন্স ইনোভেশন ইউনিট, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, পুরাতন সংসদ ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা।
(২১) মহাপরিচালক, বিটিভি, বিটিভি ভবন, রামপুরা, ঢাকা।
(২২) মহাপরিচালক, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, পুরানা পল্টন, ঢাকা।
(২৩) মহাপরিচালক, বাংলাদেশ বেতার, আগারগাঁও, ঢাকা।
(২৪) প্রধান তথ্য কর্মকর্তা, তথ্য অধিদপ্তর, ক্লিনিক ভবন, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
(২৫) মহাপরিচালক, গণযোগাযোগ অধিদপ্তর, সেগুন বাগিচা, ঢাকা।
(২৬) প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, ... সিটি কর্পোরেশন (সকল)
(২৭) চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন, আইবি ভবন, রমনা, ঢাকা।
(২৮) চেয়ারম্যান, রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, রাজউক ভবন, ঢাকা।
(২৯) যুগ্মসচিব (নগর উন্নয়ন-১/ নগর উন্নয়ন-২), স্থানীয় সরকার বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
(৩০) জেলা প্রশাসক, ... (সকল জেলা)।
(৩১) উপসচিব (পৌর-১/ সিটি কর্পোরেশন-২/ প্রশাসন-২), স্থানীয় সরকার বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
(৩২) উপ-পরিচালক, স্থানীয় সরকার, ... (সকল জেলা)।
(৩৩) সিনিয়র সচিবের একান্ত সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

০৮/০৭/২০২০
নাজনীন ওয়ারেস
উপসচিব
ফোন: ৯৫৭৩৬২৫
ই-মেইল: lgcc1@lgd.gov.bd

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, নোয়াখালী
(.স্থানীয় সরকার শাখা)
www.noakhali.gov.bd

স্মারক নং- ৪৬.৪২.৭৫০০.০০৯.৯৯.০২৭.১৯- ৩৬২ তারিখ: ২৬ জুলাই ২০২০ খ্রি.

অনুলিপি ঃ জ্ঞাতার্থে ও কার্যার্থে প্রেরণ করা হলো।

০১। বিজ্ঞ অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট, নোয়াখালী
০২। মেয়র, ---------- (সকল) পৌরসভা, নোয়াখালী
০৩। চেয়ারম্যান, ----------(সকল), উপজেলা পরিষদ, নোয়াখালী
০৪। উপজেলা নির্বাহী অফিসার, ---------- (সকল), নোয়াখালী

২৭/৭/২০২০
মো: আব্দুর রউফ মন্ডল
উপপরিচালক
স্থানীয় সরকার, নোয়াখালী
ফোন: ০৩২১-৬১২৩১
E-mail:ddlg.noakhali@gmail.com